স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম

হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয় আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি।

হোমিও পেটেন্ট **"আইওলিন"**

চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।

হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

বিঃ দ্রঃ—কোন ব্রাঞ্চ নাই।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সম্ভব কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৫০শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২৬শে কার্ত্তিক বুধবার ১৩৭০ ইংরাজী 13th Nov. 1963 { ২৪শ সংখ্যা।

সকল ঘরের তরে...

দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ঝুল, ধোঁয়া বা কয়লাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

PATENT NO. 62154 OF 57

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

মজবুত গড়নের ও বিপুলতা আনার।

প্রস্তুতকারক

দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সবচেয়ে সুবিধায় বই কিনতে হ'লে

জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান **ষ্টুডেন্টস্-ফেভারিট**-এ আসুন।

আমাদের বিশেষত্ব ঃ— রঘুনাথগঞ্জ (বাস ষ্ট্যাণ্ড)

- এক সঙ্গে সেট বই সরবরাহ করা
- শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের নানাবিধ সুবিধা দেওয়া
- ছাত্র-ছাত্রীদের উপযুক্ত পাঠ্য ও অর্থপুস্তক নির্ব্বাচনে সহায়তা করা।
- আমাদের সততায় সকলের সহানুভূতি লাভ করা।

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য ২'২৫ নঃ পঃ, অগ্রিম দেয় নগদ মূল্য ৬ নঃ পঃ। বিজ্ঞাপনের হার প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ নঃ পঃ। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন। ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

বিনীত—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৬শে কার্ত্তিক বুধবার সন ১৩৭০ সাল।

বিচার

—•—

যুক্তিপ্রয়োগ দ্বারা ন্যায় অন্যায় নিরূপণের নাম বিচার। এই বিচারশক্তি কমবেশী প্রত্যেক ব্যক্তিরই আছে। এই শক্তিকেই এক কথায় বিবেক বলে। বিচারশক্তি না থাকিলে মাতাল মদের বোতল লুকিয়ে আনতো না। চোর আত্ম-গোপন করিয়া অন্যের অগোচরে চুরি কর্‌তো না। যে দুষ্কার্য্য করে তার বিবেক তাকে ব'লে দেয় এ কাজ অন্যায়। তবুও যখন ভুল স্বার্থ তাকে বিবেকের উপদেশ অগ্রাহ্য করাতে পারে তখনই সে অবিচার করে।

প্রত্যেক ব্যক্তির দৈনন্দিন সকল কাজ সুবিচারের সঙ্গে করিলে সেই সকল কাজ সুদীর্ঘকালেও বিক্রিয়া প্রাপ্ত হয় না এই জন্য পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন—

"সুচিন্ত্য চোক্তং সুবিচার্য্য যৎকৃতং।
সুদীর্ঘ কালেঽপি ন যাতি বিক্রিয়াং॥"

বেশ চিন্তা করিয়া যাহা বলা যায় আর সুবিচার করিয়া যাহা করা যায়, তাহা দীর্ঘকাল ধরিয়া অবিকৃত অবস্থায় থাকে।

প্রীতি, ভীতি, স্বার্থ ও ক্রোধ পরিহার করিয়া বিচারাসনে বসা উচিত।

ন্যায়ের মর্য্যাদা রাখিতে বিচারক পিতা, পুত্রের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিয়া সস্ত্রীক পুত্রের জন্য কাতর হইয়া ক্রন্দন করিয়াছেন। এ বিচারের কথা শোনা গিয়াছে। কবর হইতে মনুষ্য-কঙ্কাল উত্তোলন করিয়া তাহাকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলাইয়া আইনের নামে কুদৃষ্টান্ত স্থাপনের কথাও ইতিহাসে লেখা আছে।

আমরা এই বাংলার এক জমিদারের ভোজপুরী দারোয়ানের বীরত্ব ও বিচারশক্তি বর্ণনা করিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে না পারিয়া সংক্ষেপে পাঠকগণকে উপহার দিতেছি—

নদীয়া জেলার মেটেরী নামক গ্রামে রামবাবু নামে এক প্রবল পরাক্রমশালী জমিদার ছিলেন। তাঁহার বাটীর সংলগ্ন প্রাচীর-বেষ্টিত বাগানে একটী কাঁটাল গাছের গুঁড়িতে এমনভাবে কাঁটাল ধরিত যে, পাকা কাঁটালের গন্ধ পাইয়া, শেয়ালে কাঁটাল খাইয়া ফেলিত। রামবাবুর অনেকগুলি ভোজপুরী দারোয়ান ছিল। তিনি তাঁহাদের ডাকাইয়া আদেশ দিলেন—প্রত্যহ রাত্রে কাঁটাল গাছের গোড়ায় একজন করিয়া পাহারা দিতে হইবে।

প্রথম দিন পালা পড়িল—প্রাচীন ভারতের রাজবংশোদ্ভূত অধুনা বিগত-সর্ব্বস্ব ক্ষত্রিয় বীর রঘুবর সিংহজীর। সিংহ সন্ধ্যাকালে আহারাদি শেষ করিয়া একখানি গগনভেদী বংশদণ্ড স্কন্ধে, খৈনী টিপিতে টিপিতে কাঁটাল গাছতলায় মাচানে উপবেশন করিয়া মছলীখোর বাঙ্গালীর দুর্ব্বোধ্য ভাষায় রামগুণানুকীর্ত্তনে চতুষ্পার্শস্থ গৃহস্থকেও সজাগ রাখিয়া প্রভুর আদেশ পালন করিতে লাগিলেন। যেই সিংজীর একটু তন্দ্রার সঞ্চার হইয়াছে, অমনি সুপক্ক কণ্টকীফলের সুঘ্রাণে আকৃষ্ট হইয়া এক শৃগাল নর্দ্দমা দিয়া বাগানে প্রবেশ করিল। মাচানের কাছেই কাঁটাল গাছ। শৃগালের পদশব্দে সদ্য তন্দ্রাগত সিংজীর চেতনা হইল। সে তাড়াতাড়ি একখানি টালি দিয়া নর্দ্দমার মুখ বন্ধ করিয়া শেয়ালের বহির্গমনের পথ রোধ করিল। এইবারে তার বংশদণ্ডখানি হস্তে লইয়া প্রাচীরের এক কোণে অবস্থিত শেয়ালকে আক্রমণার্থ ধাবিত হইল। শেয়ালও তার আক্রমণকারীকে মরণ-কামড় কামড়াইবার জন্য দন্ত-বিকাশ করিয়া উঠিল। সিংজী তখন দৌড়িয়া মাচানে উঠিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া চীৎকার আরম্ভ করিল—বাপ্‌রে! মইলিরে! জান্ গৈলোরে! গিদ্দর কাট্‌লেরে! রামবাবু তাঁহার অন্নপুষ্ট রঘুবরের এবম্প্রকার বীরত্বব্যঞ্জক সিংহনাদে বিচলিত হইয়া, খড়ম পায়ে দিয়া বাগানে আসিয়া উপস্থিত। সিংজীকে ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করায়, সিংজী বলিল "হুজুর গিদ্দর কাট্‌তা হ্যায়!"

বাবু—গিদ্দর কাটা হ্যায়?

রঘুবর—নেই হুজুর কাট্টেগা।

রামবাবু রঘুবরের বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া, শৃগালের অন্বেষণে যেই বাগানের কোণে উপস্থিত হইলেন, শৃগাল-পুঙ্গব তাঁহাকেও সিংজীর মত বীরপুরুষ ভাবিয়া, যেই দন্ত-বিকাশ করা অমনি খড়ম-পরিহিত চরণের চরম আঘাতে তার জম্বুক-লীলা সংবরণ।

রামবাবু—সিংজী! উঠো, গিদ্দর মর্ গিয়া।

সিংজী—নেই হুজুর, শালা মস্‌ক্রামি (মস্করা) কর্‌তা হ্যায়।

রামবাবু তখন শেয়ালের ল্যাজ ধরিয়া রঘুবরের সম্মুখে আনিয়া ফেলিলেন। এইবারে সিংজীর বিশ্বাস হইল সত্যি সত্যি গিদ্দর মরেছে। সিংজী উঠিয়া, গোঁপে চাড়া দিয়া, তার মালকোচা বেশ করিয়া আঁট সাঁট করিয়া পরিল। শেয়ালের কাছে আসিয়া তার বংশদণ্ডের মোটা দিক মুঠোর মধ্যে ধরিয়া, সরু দিক আকাশের দিকে রাখিয়া মৃত গিদ্দরের মুখে আঘাত করিতে করিতে বলিতে লাগিল—তুঁ এহি মুঁহে কটহর খাবোঁ! তুঁ এহি মুঁহে কটহর খাবোঁ!

অধ্যাপকের বিদায় সম্বর্দ্ধনা

বিগত ১৫ই অক্টোবর বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপক জঙ্গিপুর নিবাসী শ্রীতারাপদ দাস মহাশয়কে ছাত্র ও অধ্যাপক মহাশয়গণের পক্ষ হইতে বিদায় অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়। তিনি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরকাল উক্ত কলেজে অধ্যাপনা করেন।

নূতন চাউলের দর

রঘুনাথগঞ্জ বাজারের আড়তসমূহে ১২ই নভেম্বর, ১৯৬৩ নূতন চাউল আউস ও মাধবশাল (ল্যাসড়া) প্রতিমণ ২৯৲/৩০৲ দরে বিক্রয় হইতেছে। পুরাতন চাউল পাওয়া যায় না।

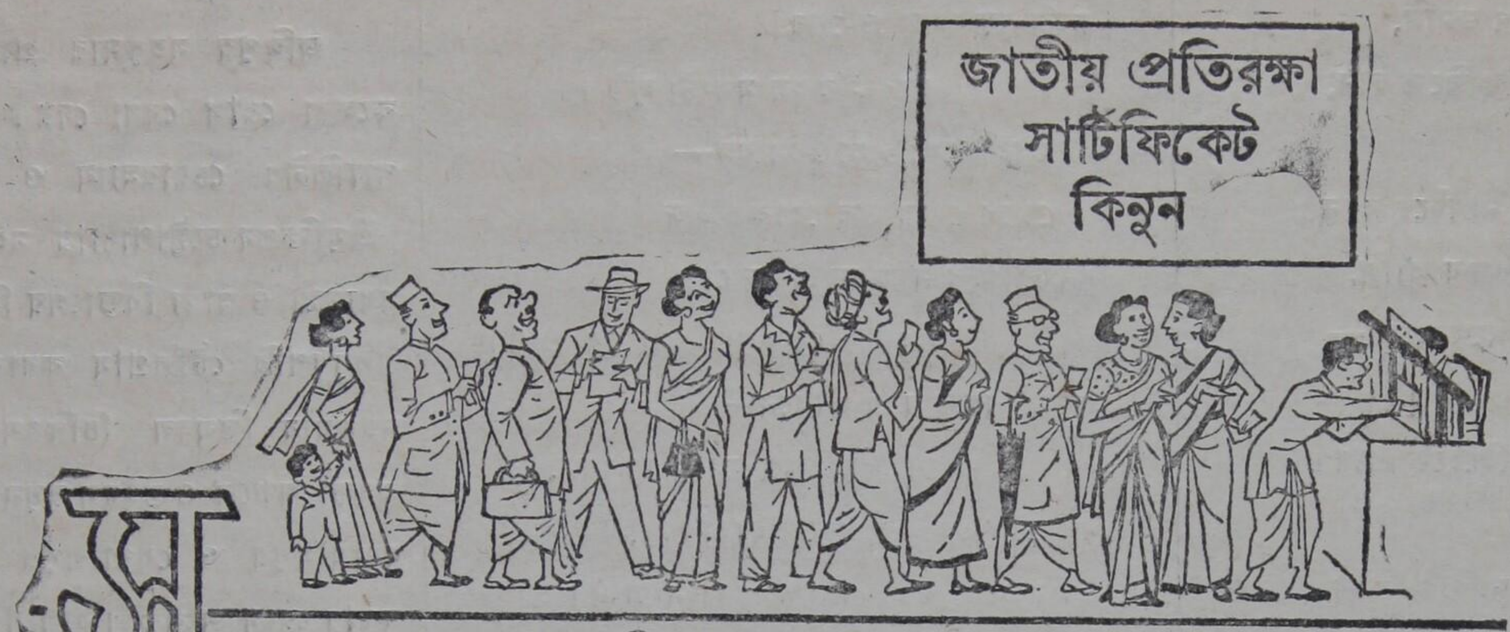

বহরমপুরবাসীর কৃতিত্ব

বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের ছাত্র শ্রীমান্ চিত্তরঞ্জন লাহিড়ী আমেরিকার ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে পোষ্ট ডক্টর ফেলো রূপে 'হাই প্রেসার' সম্বন্ধে গবেষণা করবার জন্য গত ৭ই অক্টোবর এয়ার ফ্রান্স বিমানযোগে আমেরিকা যাত্রা ক'রেছেন। শ্রীমান্ লাহিড়ী খড়্গপুর ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ্ টেক্‌নোলজিতে ফলিত-রসায়ন বিষয়ে গবেষণা ক'রে এই বৎসর মাত্র ছাব্বিশ বৎসর বয়সে পি, এইচ, ডি, উপাধি লাভ করেছেন। আমেরিকায় তিনি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক শ্রী বি এফ, ডজের অধীনে কাজ ক'রবেন। শ্রীমান্ লাহিড়ী বহরমপুর সৈদাবাদ নিবাসী প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও শাস্ত্রজ্ঞ স্বর্গীয় রামকৃষ্ণ লাহিড়ীর পৌত্র এবং কলিকাতার মেসার্স থৈতান এণ্ড কোম্পানীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রীঅতুলকৃষ্ণ লাহিড়ীর দ্বিতীয় পুত্র।

ট্রেণিং ক্যাম্পে অব্যবস্থা

সংবাদে প্রকাশ যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যবস্থাপনায় ছাত্র-জাতীয়-রক্ষীবাহিনীর একটি বাৎসরিক ট্রেণিং ক্যাম্প মুর্শিদাবাদ ইমামবারায় অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে নাকি ছাত্র শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত আহার্য্য প্রদানের ব্যবস্থা ছিল না বা লক্ষ্য রাখা হইত না। আরও প্রকাশ যে তথায় যে সকল অফিসার শিক্ষকরূপে ছিলেন, তাঁহারা শিক্ষার্থীদের সহিত নাকি অশালীন ব্যবহার করেন। ইহা সত্য হইলে অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। ছাত্র শিক্ষার্থীরাও নাকি অশালীন ব্যবহারের প্রতিবাদে অনেকে ক্যাম্প পরিত্যাগ করিয়া আসেন। ইহাতে সামরিক শিক্ষার বিধিকে যেভাবে লঙ্ঘন করা হইয়াছে তাহা অত্যন্ত দুঃখের ও লজ্জার বিষয় সন্দেহ নাই।—মুর্শিদাবাদ পত্রিকা

জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে মুক্তহস্তে দান করুন

বুঝ নর যে জান সন্ধান!

গত ১০ই নভেম্বর রবিবার রঘুনাথগঞ্জে আগত জিয়াগঞ্জের জনৈক হালদার কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া রিক্সাযোগে রঘুনাথগঞ্জের জনৈক সরকারী চিকিৎসকের নিকট যাওয়ায় তিনি আর এক সরকারী চিকিৎসকের (স্বাস্থ্য-বিভাগের) নিকট পাঠাইয়া দেন। শেষের চিকিৎসক কোন প্রাইভেট চিকিৎসকের কাছে গিয়া চিকিৎসা করাবার পরামর্শ দেন। অবশেষে সিনেমা হলের অদূরবর্ত্তী পি-ডব্লিউ-ডির ঘাটের ধারে উক্ত ব্যক্তির মৃত্যু হয়।

ন্যাতার মর্ম্মকথা

—০—

আজি গো তোমার চরণে জননি,
এনেছি বচন করিতে দান,
লক্ষ লক্ষ ক্ষীণ অভুক্ত
দীনের দুঃখে না দিয়ে কান।
মোটরে চড়ি যে, তাও তব লাগি,
চাঁদা চাঁদি তরে পথে পথে মাগি—
তোমায় উদ্ধার করিতে জননি!
আহাম্মকেরা দিয়েছে প্রাণ।
জননী বঙ্গভূমি এ জীবনে
চাহি মা অর্থ চাহি মা মান,
থোড়াই কেয়ার দেশে হাহাকার,
স্বার্থ মোদের ধেয়ান জ্ঞান।
জানো কি জননি, জানো কি আমরা
নিয়েছি কত যে কঠোর ব্রত।
হায় মা! যাহারা স্বদেশ-ভক্ত
'ভণ্ড' বলে মা তাদেরি যত
তবু সে নিন্দা তবু সে দৈন্য,
স'য়ে যাই মাগো পেটেরি জন্য,
তাই দু'হস্তে তুলিয়া মস্তে
ধরেছি যেন সে মহৎ দান।
জননী বঙ্গভূমি এ জীবনে—
চাহি মা অর্থ, চাহি মা মান।
থোড়াই কেয়ার, দেশে হাহাকার,
স্বার্থ মোদের ধেয়ান জ্ঞান।
ছিল মা যখন, হাঁড়ি ঠন্‌ঠন,
জ্বলেছে জঠরে প্রবল ক্ষুধা—
মিটায়েছি সেই জঠর জ্বালায়—
পান করি তোর চাঁদার সুধা।
অন্য লোকের দেখি নানা সুখ,
ফেটে যেতো মাগো আমাদের বুক।
ঠাণ্ডা ক'রেছি হিংসার জ্বালা
চাঁদার "ফণ্ড" করিয়া পান।
জননী বঙ্গভূমি এ জীবনে—
চাহি মা অর্থ, চাহি মা মান,
থোড়াই কেয়ার, দেশে হাহাকার,
স্বার্থ মোদের ধেয়ান জ্ঞান।
পেয়েছি যা কিছু ঠকাইয়া বোকা—
লইয়া গৃহেতে গিয়াছি ছুটি,
চর্ব্ব্য-চুষ্য লেহ্য ও পেয়
হরেক রকম মজাটা লুটি।
জাহান্নমেতে যাও মা বঙ্গ—
ছেলে মেয়ে তব হোক উলঙ্গ
ন্যাতাগিরি থাক অটুট মোদের
ন্যাতাগিরি পেশা মোদের প্রাণ।
জননী বঙ্গভূমি এ জীবনে—
চাহি মা অর্থ, চাহি মা মান,
থোড়াই কেয়ার, দেশে হাহাকার,
স্বার্থ মোদের ধেয়ান জ্ঞান।

বিদায় অভিনন্দন

মুর্শিদাবাদের জনপ্রিয় সুযোগ্য জেলা শাসক শ্রীদিলীপকুমার গুহ মহাশয় ত্রিপুরা রাজ্যের এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর পদে উন্নীত হওয়ায় বহরমপুরের বহু প্রতিষ্ঠান হইতে তাঁহাকে বিদায় অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি আমাদের জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক ছিলেন। তাঁহার উত্তরোত্তর পদোন্নতির জন্য আমরা বিশেষ আনন্দ উপভোগ করিতেছি। ভগবান তাঁহাকে অটুট স্বাস্থ্যসহ দীর্ঘায়ু করুন ইহাই প্রার্থনা।

দুই ট্রাকের মধ্যে সংঘর্ষ

গত ২৫শে অক্টোবর রাত্রিতে কলিকাতা-বহরমপুর জাতীয় সড়কে ধুবুলিয়ার নিকটে দুইখানি মাল বোঝাই মোটর ট্রাকের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষের ফলে শ্রীইন্দু বর্ধন নামে মণীন্দ্রনগর কলোনীর জনৈক ট্রাক-চালক মারা যায়। প্রকাশ, স্থানীয় একখানি মোটর ট্রাক মাল বোঝাই হইয়া বহরমপুরে আসার কালে কলিকাতাগামী অপর একটি মোটর ট্রাকের সহিত উহার মুখোমুখী সংঘর্ষ হয়। ফলে বহরমপুরগামী ট্রাকের চালক সঙ্গে সঙ্গে মারা যায় এবং তাহার সহকারী গুরুতর-ভাবে জখম হয়। অপর ট্রাকের চালক ট্রাক ফেলিয়া পলায়ন করে।

কলেরা রোগ ও স্বাস্থ্যবিভাগের কর্ম্মিগণ

জঙ্গিপুর মহকুমার প্রায় সর্ব্বত্র ব্যাপকভাবে কলেরা রোগ দেখা দেয়। জঙ্গিপুর মিউনিসি-প্যালিটীর চেয়ারম্যান ও বিধান সভার সদস্য শ্রীমুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ও স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর মহোদয়দ্বয়কে উপর্য্যুপরি টেলিগ্রাম করার ফলে তাঁহারা এই মহকুমায় তিনদল চিকিৎসক পাঠান। একদল ফরক্কা অঞ্চলে ও দুইদল রঘুনাথগঞ্জ থানার মিঠিপুর, দয়ারামপুর ও সেখালিপুর অঞ্চলে কার্য্য আরম্ভ করায় রোগ অনেকটা প্রশমিত হইয়াছে।

জঙ্গিপুর মহকুমা স্বাস্থ্য বিভাগের সর্ব্বশ্রী রামগোপাল প্রামাণিক, কালীপদ রায়, দুলালচন্দ্র সরকার, জনার্দ্দন চক্রবর্ত্তী, মদনমোহন বটব্যাল, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, অতুলচন্দ্র রায় প্রমুখ কর্ম্মিগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া গ্রামে গ্রামে গিয়া প্রতিষেধক ঔষধ ও ইন্‌জেকসনের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

মুশকিল-আসান

(সংকট নিবারণ)

রুখতে চীনের অভিযান,
রাখতে দেশের জাতির মান,
তুচ্ছ ক'রে জীবন প্রাণ
ঐ যে যারা এগিয়ে যান
মোদের শত তরুণ জোয়ান
জোগাতে তাদের অস্ত্র কামান
মুক্ত হস্তে করুন দান।
দেশের সঙ্কট হ'ক অবসান।

জীপ গাড়ীর ড্রাইভার আবশ্যক

একজন অভিজ্ঞ বয়স্ক ড্রাইভার আবশ্যক। নিম্নে শীঘ্র অনুসন্ধান করুন। শ্রীহরিরঞ্জন কৈলঠে
মির্জাপুর, পোঃ গনকর, মুর্শিদাবাদ।

ইব্রাহিম ধর্ম্মের আবির্ভাব

(ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপকের সহিত ভূতপূর্ব্ব ছাত্রের সাক্ষাৎ)

ছাত্র—নমস্কার সার্! অনেক দিন পর দেখা, বোধ হয় চিন্‌তে পারছেন না? আমি আপনার ছাত্র।

অধ্যাপক—না, চিন্‌তে পারছি না তো।

ছাত্র—কলেজের ঠিক উত্তর লাগাই আমাদের বাড়ী তার পরই আপনার বাসা ছিল সার্, আমি গিরীশ বাবুর ছেলে। আমার ডাক নাম ছিল শুঁটকে।

অধ্যাপক—ওঃ! তোমার ভাল নাম তরুণ, না?

ছাত্র—আমার দাদার নাম তরুণ। আমার নাম অরুণ।

অধ্যাপক—তোমার বাবার পরলোক সংবাদ খবরের কাগজে জানতে পারি। তোমার মা আছেন তো?

ছাত্র—বাবা তো ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাসী ছিলেন। মা তো শিবপূজা না ক'রে জল খান না, তিনি এখন কাশীতে থাকেন। দাদার বাসায়। আমি খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করি। এখন সংভরণ বিভাগে কাজ করছি।

অধ্যাপক—তোমার ডিপার্টমেণ্টই বোধ হয় তোমার শুঁটকে নাম ঘুচিয়েছে। তোমার স্বাস্থ্য দেখে খুব আনন্দ হলো। এটী?

ছাত্র—আমার স্ত্রী। ইরাণ দেশের খুব বড় মৌলানার একমাত্র কন্যা। পরদার বাইরে বেরুতে খুব লজ্জা করে ওর। বাংলা জানে না।

অধ্যাপক—ধর্ম্ম নিরপেক্ষ রাজ্যে তোমরাই সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয় করেছ। নিজে—ইশাহী (খ্রীষ্টান), বাবা—ব্রাহ্ম, মা—হিন্দু, স্ত্রী—মহম্মদীয়া। সকলের আদ্য অক্ষর নিলে 'ইব্রাহিম' হয়। ইব্রাহিম ধর্ম্মই এ রাজ্যে মানায় ভালো।

শীতে ব্যবহারোপযোগী

মৃতসঞ্জীবনী সুধা, মহাদ্রাক্ষারিষ্ট চ্যবনপ্রাশ

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেণ্ট—**শ্রীনলীগোপাল সেন,** কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং *বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি* ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

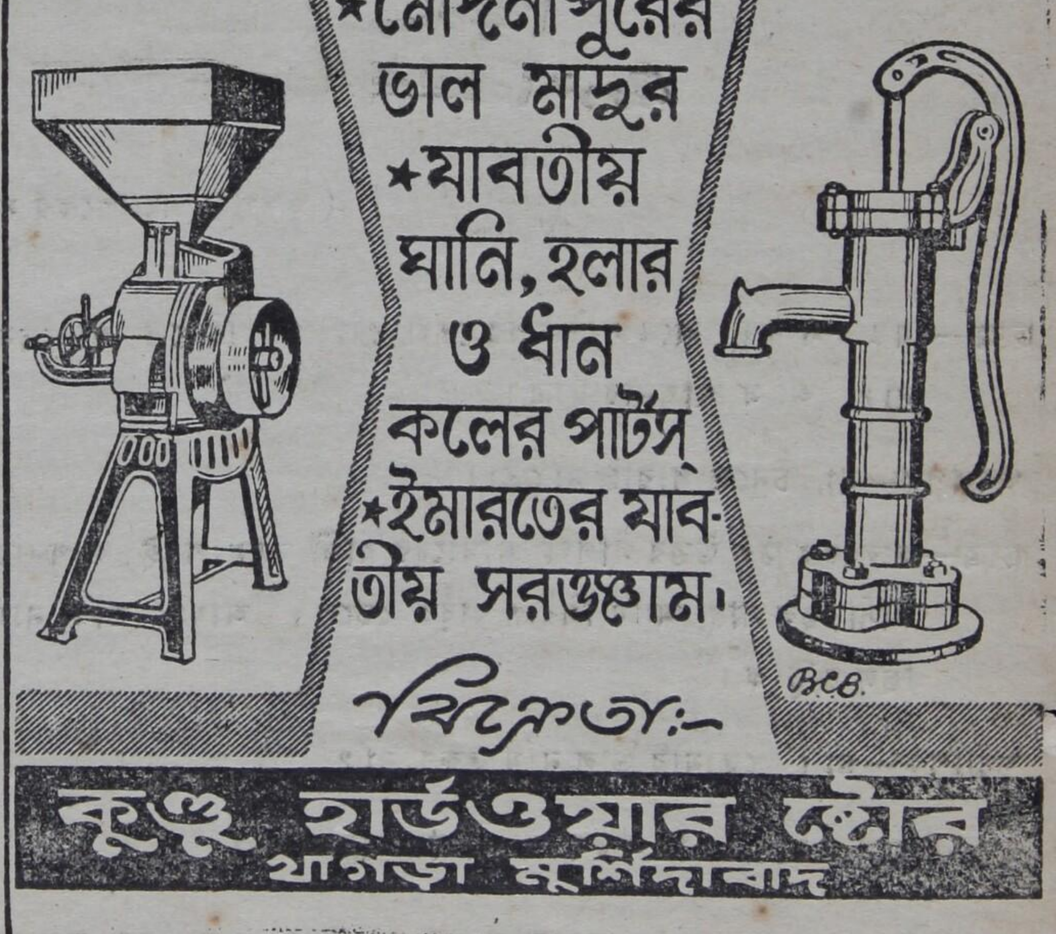

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবন

কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর

রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ